প্রথম আলো

তারিখ ... 06 FEB 2016
পৃষ্ঠা ... ২০ কলাম ... ৬

সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিতে ছাত্র হত্যা

স্থায়ীভাবে বহিষ্কার হলেন ছাত্রলীগের ১৫ নেতা-কর্মী

নিজস্ব প্রতিবেদক, সিলেট ●

সিলেট ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির (এসআইইউ) ছাত্র কাজী হাবিবুর রহমান হাবিব (২৪) হত্যায় জড়িত থাকার অভিযোগে ১৫ শিক্ষার্থীকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তাঁরা সবাই ছাত্রলীগের বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রস্তাবিত কমিটির নেতা-কর্মী।

বেসরকারি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের জরুরি সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সুশান্ত কুমার দাসের সভাপতিত্বে গতকাল শুক্রবার বিকেলে ওই সভা হয়।

গত ১৯ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়টির ফটকের কাছে ছাত্রলীগের প্রতিপক্ষের হামলায় নিহত হন বিবিএ চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী হাবিবুর রহমান। এ ঘটনায় তাঁর ভাই কাজী জাকির হোসেন কোতোয়ালি থানায় ১১ জনের নাম উল্লেখ করে হত্যা মামলা করেন।

এ ঘটনায় ২২ জানুয়ারি সিন্ডিকেটের সভায় মামলার প্রধান আসামি ইউনিভার্সিটি ছাত্রলীগের প্রস্তাবিত কমিটির সভাপতি হোসাইন মুহাম্মদ সাগরসহ ১০ জনকে সাময়িকভাবে বহিষ্কার করা হয়েছিল। গতকাল জরুরি সভা করে এ ১০ জনসহ নতুন আরও পাঁচজনকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কার করা হলো। এ সিদ্ধান্ত সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে গণমাধ্যমকে জানানো হয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের পরিচালক তারেক উদ্দিন তাজ গতকাল রাতে *প্রথম আলোকে* বলেন, হত্যাকাণ্ডের পরপরই গঠিত তদন্ত কমিটি ও প্রক্টরিয়াল বডির প্রতিবেদন অনুযায়ী সিন্ডিকেট সভায় ১৫ শিক্ষার্থীকে স্থায়ীভাবে বহিষ্কারের

এরপর পৃষ্ঠা ১৭ কলাম ৪

১৫ নেতা-কর্মী

শেষ পৃষ্ঠার পর

সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তিনি আরও বলেন, সভায় আরও সিদ্ধান্ত হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ও লোগো ব্যবহার করে কোনো শিক্ষার্থী রাজনৈতিক বা সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যমে কোনো ধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার প্রমাণ পাওয়া গেলে তাঁদেরও তাৎক্ষণিকভাবে বহিষ্কারসহ অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বহিষ্কার হলেন যাঁরা: মো. সাগর হোসাইন ওরফে হোসাইন মুহাম্মদ সাগর (বিবিএ), মো. আলাউর খান ওরফে ইমরান (এমবিএ), ইলিয়াস আহমেদ পুনম (এলএলবি), আনিসুর রহমান আনিস (ইংরেজি), মইনুল ইসলাম (বিবিএ), মো. আশিক উদ্দিন (বিবিএ), মো. আবদুল আওয়াল সোহান (এলএলবি), বশির উদ্দিন আহমেদ তুহিন (ইংরেজি), সুজন মিয়া (বিবিএ), হারুন রশিদ (এলএলবি), কাজী কামরুল আহমেদ (বিবিএ), নয়ন রায় (বিবিএ), সাইদুর রহমান ওরফে সায়মন (ইসিই), বিশ্বজিৎ দে বাপন (বিবিএ) ও মো. সায়েদুর রহমান সুমন (বিবিএ)। এঁদের প্রথম ১১ জন মামলার এজাহারভুক্ত আসামি।